29

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 FEB 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

বই হোক নিত্যসঙ্গী, শিক্ষা ও জ্ঞান হোক আমাদের অন্বিষ্ট ॥ গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'বই হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী, শিক্ষা ও জ্ঞান হোক আমাদের অন্বিষ্ট।' এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল মঙ্গলবার বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন— বিভ্রান্তি, বিস্মৃতি আমাদের যে অন্ধকারে নিক্ষেপের প্রয়াস পেয়েছিল, তা থেকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী নামধারী কতিপয় বিভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মাতৃভাষার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর তারা আবার সক্রিয়। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

বই হোক

(প্রথম পাতার পর)

ওবায়েদুল কাদের। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব আখলাকুর রহমান, তারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব সৈয়দ ইউসুফ হোসেন, গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান প্রমুখ। উপস্থাপনা করেন ফরহাদ খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহা স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের কোন জাতিকে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এত উচ্চমূল্য দিতে হয়নি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে ভাষা আন্দোলনে শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউদ্দিন, সালাউদ্দিনসহ নাম না জানা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার সম্মানজনক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সকলকে সর্বাত্মক নিষ্ঠায় আন্তরিকতা দেখাতে হবে। ভাষা আন্দোলন শুধুই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল বাঙালীর ইতিহাস, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব। দেশের সকল মানুষ সেদিন একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনে আমাদের আত্মদানের প্রায় অর্ধশতক ও স্বাধীনতার আড়াই দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা এ প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেদের দাঁড় করাতে পারি, আমরা কি মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরো বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছি? আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসুন একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমাদের অর্জনের সালতামামি ও মাতৃভাষার প্রতি অঙ্গীকার নবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করি। আমাদের ভেবে দেখতে হবে, ভাষা শহীদদের স্বপ্নের সরণি ধরে কিভাবে আমরা অগ্রসর হব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর এই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়েই আমাদের মহান নেতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের অবিসংবাদিত প্রাণপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা যেদিন স্বশাসন লাভ করব সেদিন থেকেই বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করব।" এ লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতা লাভের সূচনালগ্ন থেকেই সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।